পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি
ও
তাহার প্রয়োগ বিজ্ঞান

(বহু রোগীতত্ত্ব সহ)

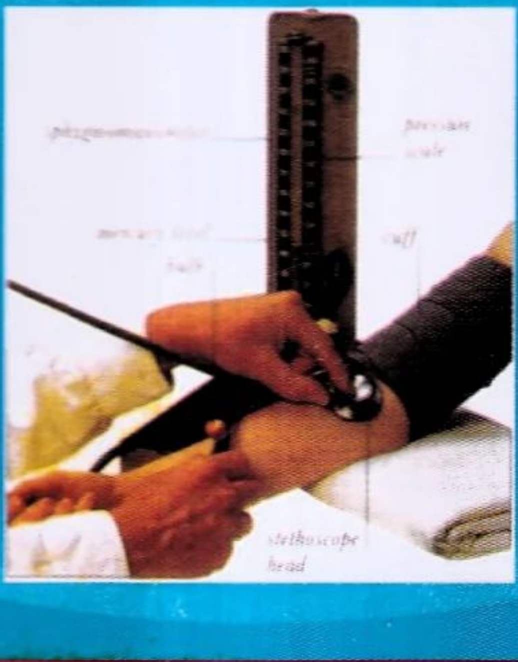

ডাঃ বিজয় কুমার বসু

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়		
৫০, সহস্রতমিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার কারণ		১৭-২৪
১। কারণ চারিটি		
(ক) হ্যানিম্যান ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গানন লিখিয়াছিলেন কিনা	...	১৮
(খ) ইংরেজী অনুবাদে ভ্রম আছে কিনা	...	২০
(গ) অভিজ্ঞতার নামে নিয়ম ও নীতির ব্যতিক্রম	...	২২
(ঘ) শততমিক বা ৫০ সহস্রতমিক—কোন্ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠতর	...	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		
শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের মতামত	..	২৫-৪০
১। হ্যানিম্যান ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রাকে সূক্ষ্মতরভাবে প্রয়োগ করিতেছিলেন	...	২৫
২। হ্যানিম্যান প্রথম জীবন হইতে শেষজীবন পর্যন্ত কিভাবে মাত্রা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন		
(ক) এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের নীতি	...	২৬
(খ) পোস্তদানার মত একটি অণুবটিকাই একমাত্রা	...	২৭
(গ) মাত্রার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগনীতি	...	২৭
(ঘ) একমাত্রা প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ	...	২৮
(ঙ) এক মাত্রার অর্থ	...	২৯

বিষয় | পত্রাঙ্ক

৩। **নবতম শক্তির ঔষধ প্রস্তুতের বিশেষত্ব**

(ক) নবতম শক্তির ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী ... ৩১

(খ) ৫০, সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ নামকরণের যৌক্তিকতা ... ৩৩

(গ) নবতম শক্তির ঔষধ চিহ্নকরণ ... ৩৩

৪। **৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর উক্তি** ... ৩৪

৫। **ঘর্ষণে বা আলোড়নে শক্তি বৃদ্ধি** ... ৩৭

৬। ক্রম ও শক্তি এক নহে ... ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

৫০ সহস্রতমিক শক্তি আবিষ্কারের পটভূমিকা ... ৪১-৫৩

(ক) শততমিক শক্তির ঔষধ দিলেই বৃদ্ধি হয় না। ৪৩

(খ) শততমিক শক্তির ঔষধ প্রস্তুতে ২বার ঝাঁকি ও ১০বার ঝাঁকি দেওয়ার কারণ ... ৪৪

(গ) শততমিক শক্তির ঔষধ বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগে বৃদ্ধি হয় না ... ৪৬

আবিষ্কারের ভিন্ন কারণ ... ৪৮

উভয় শক্তির ঔষধের তুলনামূলক বিচার ... ৫০

চতুর্থ অধ্যায়

ঔষধ প্রয়োগের উপযোগীক্ষেত্র ... ৫৪-৬৩

১। আশ্চর্যজনক ক্রমবর্ধনশীল উন্নতি থাকাকালীন অচির রোগে ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ নিষিদ্ধ ... ৫৪

বিষয়		পত্রাঙ্ক
২। কোন্ প্রকার চিররোগে ঔষধের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ আবশ্যক		৫৫
৩। চিররোগের প্রকার ও আরোগ্যের সময়	...	৫৫
৪। ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গাননই গ্রহণযোগ্য	...	৫৯
৫। অর্গাননের বাংলা অনুবাদ ও ভাষ্য	...	৬০
৬। বটিকা ও অণুবটিকার আকার	...	৬২

পঞ্চম অধ্যায়

ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি	...	৬৪-১০০
২৪৬ অনুচ্ছেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা	...	৬৪
(ক) স্পষ্ট উন্নতিশীল অচির রোগে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, অন্যক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নহে	...	৬৪
(খ) অপেক্ষাকৃত চিররোগেই কেবল পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়	...	৬৫
(গ) অত্যল্প সময়ে রোগী আরোগ্য করিতে হইলে কি করিতে হইবে	...	৬৭
২৪৭ অনুচ্ছেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা		
(ক) একাধিক মাত্রা অপরিবর্তিত অবস্থায় দেওয়া নিষিদ্ধ		৬৯
২৪৮ অনুচ্ছেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা		
(ক) ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী	...	৭১
(খ) ব্যবহারযোগ্য ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী	...	৭২
(গ) একটি মিশ্রণ কত দিন চলে	...	৭৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
হ্যানিম্যান কত শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতেন	...	১০২
উচ্চশক্তি সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের মত	...	১০৩
শততমিক শক্তির ঔষধের সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগপদ্ধতি	...	১০৫
অপরিবর্তিত মাত্রা প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষতিকর	...	১০৫
শততমিক শক্তির ঔষধেও উপকার ও উন্নতি অব্যাহত থাকিলেও পুনঃপুনঃ ঔষধের মাত্রা প্রয়োগ করা যায়	...	১০৭
শততমিক শক্তির ঔষধ প্রস্তুতকালীন ১০ ও ২ ঝাঁকির রহস্য	...	১০৮
উভয় প্রকার শক্তির ঔষধের প্রয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য	...	১০৮
৩০ শক্তি অপেক্ষা উচ্চশক্তি অনুমোদন না করিবার কারণ	...	১০৯
হ্যানিম্যানের উপদেশসমূহ ডাঃ কেণ্ট প্রমুখ চিকিৎসকবৃন্দ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই	...	১১১
ডাঃ কেণ্টের মাত্রা বিষয়ক অভিমত	...	১১১
ডাঃ ডানহামের মাত্রা বিষয়ক অভিমত	...	১১৩
অন্যান্য চিকিৎসকদের মাত্রা বিষয়ক অভিমত	...	১১৩
হ্যানিম্যানের মাত্রা বিষয়ক অভিমত ভিন্নপ্রকার	...	১১৩
জলের সহিত ঔষধ দেওয়া সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের সহিত মতপার্থক্য	...	১১৫
ডাঃ কেণ্ট প্রমুখ চিকিৎসকবৃন্দ একাধিক মাত্রার ঔষধের শক্তি পরিবর্তন করিতেন না	...	১১৫
ডাঃ কেণ্ট ঔষধের পুনঃপুনঃ মাত্রা প্রয়োগ অনুমোদন করেন নাই	...	১১৫
ডাঃ বোনিংহোসেন কিরূপ মাত্রা ব্যবহার করিতেন	...	১১৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
হ্যানিম্যানের জীবিতাবস্থায় ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গানন প্রকাশিত হইয়াছিল	...	১১৭
হ্যানিম্যানের শেষ জীবনের চিকিৎসাপ্রণালীর বিষয় ডাঃ কেণ্ট অবগত ছিলেন	...	১১৭
ক্রণিক ডিজিজেস বিশেষতঃ অর্গাননের উপর ডাঃ কেণ্টের অচল নিষ্টা	...	১১৮
হ্যানিম্যানের শেষ জীবনের ঔষধ প্রয়োগপদ্ধতি কোন চিকিৎসক কর্তৃক ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয় নাই	...	১২০
শততমিক শক্তির ঔষধ সম্বন্ধে মন্তব্য	...	১২০
৩০ শক্তি পর্যন্ত ঔষধ কেন কার্যকরী	...	১২২
আমাদের বক্তব্য	...	১২৩

সপ্তম অধ্যায়

শক্তি, মাত্রা ও মাত্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের শেষ জীবনের অভিজ্ঞতা	...	**১২৩**
১। শক্তি ও মাত্রাকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিতেছিলেন	...	১২৪
২। ৩০ শক্তির ঊর্ধ্বে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই		১২৫
৩। হ্যানিম্যান যথেষ্ট উচ্চশক্তির ঔষধ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন	...	১২৬
৪। ৩০ শক্তির ঊর্ধ্বে ঔষধ ব্যবহার না করিবার কারণ		১২৭

৫। ঘ্রাণে ঔষধ প্রয়োগ ও পরবর্তীকালে ঐ প্রথা বর্জন ... ১২৯
৬। শততমিক শক্তির ঔষধ বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগ ... ১৩০
৭। একক মাত্রা প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ ... ১৩০
(ক) প্রয়োজনবোধে একক মাত্রা প্রয়োগ করিতেন ... ১৩১
৮। ৫০ সহস্রতমিক শক্তি প্রয়োগের কাল ... ১৩২
৯। জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনটি প্রথায় ঔষধ প্রয়োগ করিতেন ... ১৩২
(ক) একক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ ... ১৩৩
(খ) শততমিক শক্তির ঔষধ বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগ ... ১৩৩
(গ) ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগ ... ১৩৩
১০। হ্যানিম্যানের ঔষধের বাক্সে কি কি শক্তির ঔষধ থাকিত ... ১৩৩
১১। হ্যানিম্যানের ব্যবহৃত বাক্সগুলির মাপ ... ১৩৩
১২। হ্যানিম্যান নিম্ন ও উচ্চ সকল শক্তিই ব্যবহার করিতেন ... ১৩৬
১৩। শেষ জীবনে হ্যানিম্যান প্রায় সর্বক্ষেত্রে ৫০ সঃ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতেন ... ১৪১
১৪। নবতম শক্তি অবহেলার কারণ ... ১৪৩

অষ্টম অধ্যায়

রোগীতত্ত্ব ১৪৬-১৮২
ঔষধ প্রস্তুতপদ্ধতি ... ১৪৬
(১) ক্ষয় প্রবণতা ... ১৪৭

(২) স্নায়বিকতা ... ১৫১
(৩) যকৃত ও জরায়ু সংক্রান্ত ব্যাধি ... ১৫২
(৪) অর্শ ... ১৫৩
(৫) একটি রক্তস্রাবের রোগিনী ... ১৫৫
(৬) একটি বাতের রোগিনী ... ১৫৭
(৭) একটি হাঁপানীর রোগী ... ১৫৮
(৮) পুরাতন উদরাময় ... ১৬২
(৯) প্রচণ্ড শিরঃপীড়াসহ জ্বর ... ১৬৩
(১০) একটি যন্ত্রণাপদ প্রস্রাবের রোগী ... ১৬৪
(১১) অর্ধ শিরঃশূল ... ১৬৬
(১২) সাইনুসাইটিস ... ১৬৮
(১৩) লিভারের বেদনা ... ১৬৯
(১৪) বাতজ বেদনা ... ১৭০
(১৫) মানসিক বিকৃতি ... ১৭১
(১৬) গলক্ষত ... ১৭৫
(১৭) আহারের বিশৃঙ্খলাজনিত শূল-বেদনা ... ১৮০
মন্তব্য ... ১৮২

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি ও তাহার প্রয়োগ বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

৫০ সহস্রতমিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার কারণ

হ্যানিম্যান তাঁহার লিখিত ষষ্ঠ বা শেষ সংস্করণের অর্গাননে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা ও তাহার প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অভিনব, যুক্তিসঙ্গত এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী চিকিৎসাকালীন অভিজ্ঞতার ফল। এই নূতন ও পরিবর্তিত প্রথার দ্বারা হ্যানিম্যান **মাত্রা সমস্যার সমাধান** সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিয়াছেন ("all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected method") বলিয়া অর্গাননে লিখিয়াছেন। এই শেষ সংস্করণটি দীর্ঘ ৭৯ বৎসর অপ্রকাশিত থাকিবার পর ইংরেজী ১৯২১ সালে ডাঃ বোরিক কর্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদ হয়। ডাঃ চার্লস পাহুদ "Experiences with Hahnemann's 50,000th Dilutions" নামক একটি প্রবন্ধ ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় ১৯৫৪ সালের জুলাই-অক্টোবর মাসে ডাঃ পিয়েরি স্মিথ-এর "The organon And its Hidden Treasures" নামক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বাহির হয় এবং 'oration' নামক আর একটি প্রবন্ধও উক্ত ডাঃ স্মিথ কর্তৃক আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব হোমিওপ্যাথি পত্রিকার ১৯৫৫-৫৬ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রবন্ধ ১৯৫৭ সালে

'হ্যানিম্যান' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। ঐ সময় পর পর কয়েকটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার পর দীর্ঘ বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই। ঐ সময় আমি নিজেও এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ও রোগীতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুতরাং পরবর্তী-কালে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ভিন্ন বিষয়টির পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা আমার ছিল না। প্রধানতঃ **চারিটি কারণে** এই কার্যে অগ্রসর হইতে আমাকে প্রেরণা যোগাইল। (১) সত্যই হ্যানিম্যান ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গানন লিখিয়াছিলেন কিনা. (২) বোরিকের ইংরেজী অনুবাদে যথেষ্ঠ ভ্রম আছে বলিয়া যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সত্য কিনা, (৩) হ্যানিম্যানের উপদিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীর অনুসরণ ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার করা হইতেছে, (৪) পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত অর্গাননের মাত্রা প্রয়োগ প্রণালী ও ফলাফলের সহিত ষষ্ঠ সংস্করণের মাত্রা, প্রয়োগ প্রণালী ও ফলাফলের তারতম্য বিচার। বহুল প্রচলিত শততমিক প্রথায় প্রস্তুত উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তিগুলির ব্যবহারের যৌক্তিকতা আছে কিনা, বিশেষতঃ ষষ্ঠ সংস্করণের অর্গাননে নবতম মাত্রা প্রয়োগ নীতি আবিষ্কৃত হইবার পর। কোন চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া কোন নূতন প্রথা তাহা সে যতই যুক্তিসঙ্গত ও বিচারসহ হউক না কেন, গ্রহণ করিতে হইলে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে এবং যথেষ্ট ধৈর্যের সহিত আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমি একে একে বিষয়গুলির আলোচনা করিতেছি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ৫ম সংস্করণের অর্গানন ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হইয়া উহার সমস্ত কপি বিক্রয় হইয়া গেলেও পরবর্তী ৭৯ বৎসরের মধ্যে উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। হ্যানিম্যান প্যারিস হইতে ১৮৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার প্রকাশক সোয়াবকে (Schaub in Dusetdirf) এক পত্রে লেখেন

– "আমি ১৮ মাস পরিশ্রমের পর প্রায় নির্ভুলভাবে আমার অর্গাননের ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পূর্ণ করিয়াছি" ("I have now after eighteen months of work, finished the sixth edition of my '*Organon*' the most nearly perfect of all")। কাগজ ও টাইপ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত জানাইয়া তিনি সোয়াবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার দ্বারা উহা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে কিনা। কিন্তু পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার পূর্বেই হ্যানিম্যান উহার পর বৎসরই ১১ই এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। হ্যানিম্যানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ম্যাডাম মেলেনীর (Madam Melanie) অস্বাভাবিক অর্থলোভের জন্য পুস্তকখানি দীর্ঘ বৎসর পরে প্রকাশিত হয় এবং আমেরিকার ডাঃ উইলিয়াম বোরিক ১৯২১ সালে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমরা বিভিন্ন সূত্রে বিশেষ করিয়া ডাঃ হার্ভে ক্যারিংটন-এর কোন প্রবন্ধের প্রথমাংশে উক্ত বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ দেখিয়া প্রকৃত ঘটনা অবগত হই।

জেনেভার ডাঃ পিয়্যার স্মিড এম. ডি. (Pierre Schmidt) হ্যানিম্যানের দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় যে প্রকাশ্য বক্তৃতা (oration) করেন, যাহার বিবরণ জার্নাল অব দি আমেরিকান ইনস্টিটিউট্ অব হোমিওপ্যাথি পত্রিকার ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৫৫-৫৬ সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রথমাংশের শেষে তিনি লিখিয়াছেন যে, ষষ্ঠ সংস্করণের পুস্তক ৫ম সংস্করণ পুস্তকের কেবল মাত্র সংশোধন নহে, পরন্তু ইহার প্রত্যেক অনুচ্ছেদ, প্রত্যেক বাক্য এমন কি প্রত্যেক শব্দটি পুনঃ পরীক্ষা করিয়া হ্যানিম্যান তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং নূতন কিছু পরিবর্ধন করিবার ক্ষেত্রে নূতন পৃষ্ঠা সংযোজন করিয়াছেন। স্টাট্গার্টে ডাঃ স্মিড নিজে গিয়া তাঁহার মূল লেখা দেখিয়া আসিয়াছেন। ডাঃ হেল এইজন্য তাঁহাকে কিছুটা সময়ও দিয়াছিলেন। ডাঃ স্মিডের একজন ছাত্রের সহিত হ্যানিম্যানের

মৌলিক লেখাগুলি জার্মান ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং বর্তমানে অর্গাননের যে ষষ্ঠ সংস্করণ চলিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি বাক্য ও শব্দ যে হ্যানিম্যানের অনুমোদিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ডাঃ স্মিড তাঁহার পূর্বোক্ত প্রকাশ্য বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশের প্রথমে ও শেষে মূল জার্মান ভাষা হইতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংরেজী অনুবাদে স্পষ্টতা ও সরলতার একান্ত অভাব রহিয়াছে, যাহার ফলে পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করা যায় না এবং ইহা সুখপাঠ্য নহে। লণ্ডনের খ্যাতনামা ডাঃ সার জন উইয়ারও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী জানা পাঠক যাহাতে জার্মান ভাষায় লিখিত অর্গাননের রত্নরাজি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য একজন উপযুক্ত অনুবাদক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ডাঃ স্মিড আরও বলিয়াছেন যে, জার্মান ভাষায় লিখিত হস্তলিপি হইতে ইংরেজীতে অনুবাদে আরও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। কারণ ৬ষ্ঠ সংস্করণের ইংরাজী ভাষাটি আদৌ উপযুক্ত হয় নাই।

উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব হইতে পারে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কারণ ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের সময়ও আমরা এই অসুবিধা লক্ষ্য করিতেছি। তবে ডাঃ স্মিড অনুবাদ সম্বন্ধে উপযুক্ত মন্তব্য করিলেও তিনিও জার্মান ভাষা ভাল জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ ৬ষ্ঠ সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদ জার্মাণ ভাষা হইতে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি পাঁচ বৎসর সময় ব্যয় করিয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়িতে উহা সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদ কার্যে ঐরূপ অনাবশ্যক দীর্ঘ সময় ব্যয় করিলেও তিনি একটি সূত্র সম্বন্ধেও মন্তব্য

করিতে পারেন নাই। সেস্থলে অনুবাদে মূলের সহিত অসঙ্গতি আছে কেমন করিয়া বলা যায়।*

অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতার হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পণ্ডিচারী আশ্রমে আগত জনৈক জার্মান পণ্ডিতের নিকট ষষ্ঠ সংস্করণে জার্মাণ ভাষায় লিখিত অর্গানন খানির ইংরেজী অনুবাদ করিবার ভার অর্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপাল জনৈক জার্মান পণ্ডিতকেও অনুরূপভাবে পুস্তকখানির অনুবাদের ভার অর্পণ করা হয়। উভয়ের অনুবাদের সহিত ডাঃ উইলিয়াম বোরিকের ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। "A" "The" ইত্যাদি শব্দের তারতম্য ২।১ স্থানে করা হয় মাত্র। অনুবাদের সরলতা বা স্পষ্টতার অভাব স্থানে স্থানে থাকিতেও পারে—আমরা জার্মান ভাষায় অনভিজ্ঞ সুতরাং উহা উপলব্ধি করিতে পারিব না। তবে মূল জার্মান ভাষার সহিত ইংরেজী অনুবাদের যে উল্লেখযোগ্য কোন তারতম্য নাই, তাহা উপর্যুক্ত দুই জার্মান পণ্ডিতের অনুবাদ হইতে অবগত হওয়া যায়।

ডাঃ চার্লস পাহুদ ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক জার্নালে 'হ্যানিম্যানের ৫০ সহস্রতমিক শক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, সুইস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফ্লুরী (Flury) জার্মান ভাষা হইতে অর্গাননের অনুবাদ তাঁহার জন্য করিয়া দিয়াছেন। সেই অনুবাদের একস্থানে ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে একটা বড় রকমের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। সেইখানে লিখিত হইয়াছে যে, দ্রবণীয় পদার্থসমূহের ২সি এবং অদ্রবণীয় পদার্থসমূহের ৩সি চূর্ণ বা শততমিক শক্তির ৩য় বিচূর্ণ ("For soluble substances take

* ডাঃ স্মিডের লিখিত ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত অর্গানন পুস্তক আমি অনুবাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

the 2c, and insoluble take the 3c trituration.") গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। অপর পক্ষে ডাঃ বোরিকের ইংরেজী অনুবাদে আছে যে, সকল ঔষধীয় পদার্থেরই শুষ্ক অথবা তরল যে প্রকৃতিরই হউক না কেন, তাহাকে প্রথমে শততমিক শক্তির তৃতীয় বিচূর্ণ পর্যন্ত প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে ঔষধের শক্তি $\frac{১}{১,০০০,০০০}$ থাকিবে। অবশ্য ডাঃ পাহুদ যে অনুবাদ গ্রন্থ পাইয়াছেন, তাহা জার্মান ভাষা হইতে ফরাসী ভাষায় করা হইয়াছে। ডাঃ বোরিকের অনুবাদ যদি নির্ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ফরাসী অনুবাদে ত্রুটি আছে নিশ্চয়। অবশ্য অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদক পাওয়া গেলে ডাঃ বোরিকের ইংরেজী অনুবাদের ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা ও সাবলীলতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। আপাততঃ বিভিন্ন সূত্র হইতে যতটা অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে ডাঃ বোরিকের ইংরেজী অনুবাদে এমন কোন ভ্রম নাই, যাহার অনুসরণ করিলে হোমিওপ্যাথিক সমাজ হ্যানিম্যানের বক্তব্য বিষয় হইতে বিপথে চলিয়া যাইবেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, হ্যানিম্যান ৬ষ্ঠ সংস্করণের অর্গাননে নবতম শক্তির মাত্রা যেভাবে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন কেহ কেহ অভিজ্ঞতার নামে তাহার তারতম্য করিতেছেন এবং ঐ তারতম্যের ফলে মাত্রাটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িতেছে। যেমন, হ্যানিম্যান তাঁহার নির্দেশিত পন্থায় প্রস্তুতিকৃত তরল পদার্থ হইতে এক চা-চামচ ঔষধ লইয়া অন্য একটি গ্লাসের জলে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে এক চা-চামচ মাত্রায় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে যদি প্রথম তরলীকৃত ঔষধ প্রস্তুত করিতে জলের পরিমাণ কম করিয়া মাত্রাটিকে স্থূল করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত স্থূল মাত্রা হইতে এক চা-চামচ অপর গ্লাসে বিশুদ্ধ জলে প্রস্তুত না করিয়া যদি চা-চামচ মাত্রায় কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর গ্রহণ করা হয়, তাহা

হইলে হ্যানিম্যানের মতে মাত্রাটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া যায়। এইপ্রকার স্থূল মাত্রা যদি ঘন ঘন অর্থাৎ অল্প সময় অন্তর বা চিররোগে এক বা দুই দিন অন্তর গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বিশেষতঃ গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধগুলির ক্ষেত্রে। একটি ইংরেজী প্রবন্ধে দেখিলাম যে, লেখক তাঁহার অভিজ্ঞতানুযায়ী ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ সুগার অব মিল্কের মধ্যে দিয়া পর পর অনেকগুলি মাত্রা জলের সহিত মাত্রাসমূহকে পরিবর্তন না করিয়াই প্রয়োগ করিতেছেন। এক বা একাধিক মাত্রার ঔষধ তিনি ৪ বা ৬টি অনুবটিকা দিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। ইহা হ্যানিম্যানের মতে অত্যন্ত স্থূল মাত্রা। হ্যানিম্যান **একটি মাত্র অনুবটিকাই** জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বহু মাত্রা প্রস্তুত করিতে এবং উক্ত আকারের অনুবটিকার একটি ২।১ গ্রেন সুগার অব মিল্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্কাবস্থায় জিহ্বার উপর দিলে অল্পদিনের অনুগ্র ব্যাধির পক্ষে যৎপরোনাস্তি অল্প মাত্রা (অর্গাঃ ২৭২ অনুঃ) হয় বলিয়াছেন। যাহা হউক, ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের উপদেশের ভিত্তিতে আমাদের অভিজ্ঞতার ফল আমরা পরে বিস্তৃতভাবে বলিব।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে এবং উহাই বর্তমান পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। তবে অতি সংক্ষেপে যদি উক্ত প্রশ্নের জবাব দেই তাহা হইলে বলিতে পারি যে, অন্তর্নিহিত ভেষজ শক্তির সর্বোচ্চ স্ফুরণ ঘটিতে, ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধি বন্ধ করিতে এবং কি চির কি অচির রোগের ভোগকাল দ্রুত হ্রাস করিতে হ্যানিম্যান বহু পরীক্ষার পর জীবন সায়াহ্নে কল্পনাতীত নবতম শক্তির আবিষ্কার করেন, যাহাকে আমরা ৫০ সহস্রতমিক শক্তি বলিয়া অভিহিত করিতেছি। হ্যানিম্যানের নবতম শক্তি আবিষ্কারের উদ্দেশ্য যদি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, ডাঃ কেণ্ট প্রমুখ মনীষিগণের উচ্চশক্তির প্রচলন থাকিলেও চিররোগ চিকিৎসার